কখনোই পারিবহন সংস্থার সঙ্গে

এরূপ একটি প্রক্রিয়া যা সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বাস্তবায়িত করে বা যথাবিহীত বাস্তবায়িত করতে প্রয়াসী হয়।

1.2 Important of Sports Management. (ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা বা নির্বাহের গুরুত্ব)

একটি সাধারণ লক্ষ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির প্রচেষ্টার সমন্বয়কেই বলে ম্যানেজম্যান্ট বা ব্যবস্থাপনা বা নির্বাহ। অন্যদিকে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় সুষ্ঠুভাবে ক্রীড়া পরিচালনার পদ্ধতি। ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন পরিবেশে সকল ব্যবস্থাপনার সুযোগ রয়েছে। অধিকর্তা, প্রশাসক, নির্দেশক, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, সভা-পরিচালক হিসাবে শারীরশিক্ষাবিদ্‌গণ সময় ও স্থানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের কার্য পরিচালনা করে থাকেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনেক বেশি বলে মনে হয়। কারণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রটি বেশ বিস্তৃত। যেমন— পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মচারী পরিচালনা, নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, পরিদর্শন ইত্যাদি নিয়ে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া জীবনে ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিক। যথা—

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা: বিদ্যালয় হল সমাজের প্রাণকেন্দ্র। যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত স্বত্ত্বা প্রকাশিত হয়। ক্রীড়া সংগঠনের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে তার সামর্থ্য অনুসারে উপযুক্ত সুযোগদানের মধ্যে দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া। বিদ্যালয়স্তরে ক্রীড়ার মান উন্নয়নের

জন্য অনুকূল ও উপযুক্ত সংগঠন সাফল্যের অন্যতম শর্ত। এর জন্য দরকার প্রধান শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, অভিভাবক ও স্থানীয় ছাত্র-যুব সমাজ প্রভৃতির সাহায্য। তবে সর্বোপরি শারীরশিক্ষার পঠন, ক্রীড়া পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার বিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষার শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকে।

মহাবিদ্যালয়: সামগ্রিকভাবে ক্রীড়ার মান ও ক্রীড়া ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রতিটি মহাবিদ্যালয়ের সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে মহাবিদ্যালয়গুলিতে সংগঠন তৈরি করা হয়। মহাবিদ্যালয়ের ক্রীড়া পরিকাঠামো অনুসারে আন্তঃমহাবিদ্যালয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দক্ষ ক্রীড়াবিদ বাছাই করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পৌঁছে দেওয়াই মহাবিদ্যালয়ের ক্রীড়া সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়: শারীরশিক্ষার উন্নতির জন্য ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ক্রীড়া সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থাকে অধিক শক্তিশালী ও সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া সংগঠন তৈরি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উপর এই ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব অর্পিত থাকে।

কর্মচারী ব্যবস্থাপনা: এর মধ্যে পড়ে কর্মচারীদের নেতৃত্বদানের প্রদাহ, যোগ্যতা, লোকবল ও তার চাহিদা, পরিকল্পনা, সংগঠন, দপ্তরের বিকাশ ও নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, মূল্যায়ণ, অংশগ্রহণ, জনসংযোগ, পরিদর্শন প্রভৃতি।

কর্মচারী রূপায়ণ: ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কর্মসূচী রূপায়ণ। এর মধ্যে পড়ে শারীরশিক্ষার উন্নয়নের উদ্দেশ্য, তার লক্ষ্য নির্দেশ। বিভিন্ন কর্মসূচীর রূপায়ণ যেমন— পাঠক্রম পাঠ্যসূচী তৈরি, শিক্ষকের অংশগ্রহণ। কর্মসূচী পরিকল্পনার জরুরী বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নিরিখ মূল্যায়ণ প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা: এর মধ্যে পড়ে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ যেমন, অর্থের উৎস, সম্পদ এবং অর্থবরাদ্দ, বাজেট পরিকল্পনা, রূপরেখা, খরচ কমাবার ব্যবস্থা, আয়, ব্যায়, হিসাব ও পরিসংখ্যান প্রভৃতি।

সরঞ্জাম নির্বাহ: ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সরঞ্জাম নির্বাহ। এই অংশের মধ্যে থাকে বিভিন্ন ক্রীড়া ও প্রশিক্ষণ সামগ্রি, সরঞ্জামের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা, ক্রয়নীতি, সরঞ্জাম বাচাইয়ের নীতি, সরঞ্জাম মজুত, সরঞ্জাম ব্যবহারজনিত সতর্কতা, ব্যবহারের জন্য প্রদান, নথীভুক্তকরণ প্রভৃতি।

ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা বর্তমানে একটি বৈজ্ঞানিক বিষয় হিসাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, যা শারীরশিক্ষাদের আচরণের ও মনোভাবের গুণাগুণ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছে। যারা নির্বাহকের পেশা গ্রহণ করতে চায় তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বর্তমানে রয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থাপনার দুটি দিক হল বৈচিত্রপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড এবং মানুষের সমস্যার সমাধান এই দিক দিয়ে বিচার করলে এর গুরুত্ব অপরিবর্তনীয়।

1.3 Purpose of Sports Management. (ক্রীড়া পরিচালন বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র)

শারীরশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন পরিবেশে সকল ব্যবস্থাপনার সুযোগ রয়েছে। অধিকর্তা, প্রশাসক, নির্দেশক, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, সভা-পরিচালক হিসাবে শারীরশিক্ষাবিদ্‌গণ সময় ও স্থানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের কার্য পরিচালনা করে থাকেন। এই দিক থেকে বিচার করলে পরিচালনার থেকে ব্যবস্থাপকের গুরুত্ব অনেক বেশি বলে মনে হয়। কারণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রটি বেশ বিস্তৃত। যেমন— পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মচারী পরিচালনা, নির্দেশ, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, পরিদর্শন ইত্যাদি নিয়ে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র তৈরি হয়।

হেনরী ফেডল পরিচালন সংক্রান্তক্ষেত্রকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা,— পরিকল্পনা, সংগঠনা, আদেশদান, সমন্বয় সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ। এইরূপ সাতটি ক্ষেত্রে কথা বলেছেন। যথা— পরিকল্পনা, সংগঠনা, কর্মবন্টন, নির্দেশিতকরণ, সমন্বয়সাধন, বিবরণপেশ এবং আয়ব্যয়ক। এখানে মূলত পরিকল্পনা, সংগঠনা, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণকরণ—এই চারটি ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করবো।

❶ **পরিকল্পনা (Planning):** পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কর্মের আগাম ভাবনা। ভবিষ্যতে কি করতে হবে, কখন করতে হবে, কোথায় করতে হবে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হলো পরিকল্পনা। এটা একটা প্রক্রিয়া বা উদ্দেশ্য নিরূপণ করে এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণে কর্মকাণ্ডের ঠিকানা দেয়। পরিকল্পনা শুধুমাত্র সামগ্রিকভাবে সংস্থার কথা ভাবে না, বিভিন্ন বিভাগ, দপ্তর এমনকি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কর্মচারীর কর্মপন্থার দিকও নিরুপণ করে। সেইজন্য পরিকল্পনা উচ্চ, মধ্য, নিম্ন সমস্ত স্তরেই পরিকল্পিত হয়। যেমন ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

❷ **সংগঠনা (Organizing):** কোনো অনুষ্ঠান সংগঠনা হলো দরকারী সমস্ত কিছু অর্থাৎ কর্মচারীবৃন্দ, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, অর্থ ইত্যাদির যথাযোগ্য ব্যবহার। এসব ক্ষেত্রে উক্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা— মানবসম্পদ অর্থাৎ কর্মচারীবৃন্দের ব্যবহার এবং বাকী উপাদানগুলির ব্যবহার যখন কোন উদ্দেশ্য স্থির করা হয় এবং তা অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও করা হয় তখন মানবসম্পদ ব্যবহারেরও যথাযোগ্য পরিকল্পনা করা দরকার। ঠিক ঠিক কাজের জন্য উপযুক্ত দক্ষ কর্মীর ব্যবহার এই পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ। এবিষয়ে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে বিভিন্ন রকম উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন রকম সংগঠনার প্রয়োজন। যেমন— রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যে সংগঠনার দরকার ক্রীড়া প্রতিযোগীতার জন্য কখনোই সেই রকম সংগঠনার দরকার হয় না। এখানে প্রথম ক্ষেত্রে দরকার বৈজ্ঞানিক, উক্ত উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ। রাসায়নিক কাঁচামাল। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দরকার ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া আধিকারিক, ক্রীড়া বিচারক প্রভৃতির।

❸ **নির্দেশনা (Directing):** পরিকল্পনার পর সংগঠনার কাজ সংগঠিত করে সরাসরি মূল উদ্দেশ্য পালনে অগ্রসর হওয়া দরকার। এই পর্যায়কে বিভিন্ন নামেঅভিহিত করা যায়। যেমন— নেতৃত্বদান, উদ্বুদ্ধকরণ, নির্দেশনা ইত্যাদি। কিন্তু যে নামেই ডাকা হোক না কেন—এই পর্যায়ে পরিচালক তার সহকর্মীদের কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দেন এবং কর্মীরা যাতে শারীরিক ও সামাজিক সুস্থতার চরম শিখরে অবস্থান করে নিজেদের সেরাটুকু উজাড় করে দিতে পারেন, এই দিকে নজর রাখবেন এবং প্রয়োজনে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

নির্দেশনা তাই তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা— সংযোগ, নেতৃত্বদান এবং উদ্বুদ্ধকরণ। সংযোগ এক্ষেত্রে নির্দেশ করে প্রয়োজনীয় বার্তা একজনের থেকে অন্যজনের কাছে পৌঁছানো এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া। নেতৃত্বদানের মাধ্যমে পরিচালক অন্যান্য সহকর্মীদের সঠিক পথের সন্ধান দেন এবং তাদের প্রভাবান্বিত করেন। উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তিনি সহকর্মীদের ইচ্ছাশক্তি জাগিয়ে তোলেন এবং তাদের সেরাটুকু আদায় করে নেন।

4. **নিয়ন্ত্রণ (Controlling):** পরিচালক এটা নিশ্চিত করবেন যে সবকিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে। প্রয়োজনে তিনি নির্দেশ দেবেন, যদি কোন বিচ্যুতি ঘটে তবে সংশোধন করবেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মপন্থারও পরিবর্তন ঘটাবেন। এই নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে মূলত তিনটি অপরিহার্য্য অংশ বর্তমান— মানের মাপকাঠি নির্ধারণ, বর্তমান মানের পরিমাণ ও নির্ধারিত মানের সঙ্গে তুলনা এবং নির্ধারিত মানের থেকে বিচ্যুতি ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে অভীষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যমে পৌঁছানোর কোন নিশ্চয়তা নাও থাকতে পারে। অজান্তেই কোন ভুল হয়ে যেতে পারে। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্পূর্ণ হয়।

—o—